COMPILED AND CIRCULATED BY PROF. ASIS BHATTACHARYA
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

ভারতীয় আর্য ভাষা : যুগবিভাগ

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European)ভাষাভাষী আর্য জাতিরএকটি শাখা এসে ভারতবর্ষ ও ইরান পারস্যে প্রবেশ করে। এই শাখার ভাষাকেই বলা হয় ইন্দো-ইরানীয় সংকীর্ণ অর্থে আর্য শাখা ।এই শাখাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল ।একটি শাখা গিয়েছিল ইরান পারস্যে। এই শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় (খ্রিস্টপূর্বঅষ্টম শতাব্দী) ও হখামেনীয় সম্রাট দের প্রাচীন প্রস্তরলিপিতে ।অন্য শাখাটি আসে ভারতবর্ষে। যে শাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাকেই আমরা বলি ভারতীয় আর্য ভাষা (Indo -Aryan Or Indic Language)।আনুমানিক পনেরশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে এই আর্য ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তারপর থেকে একবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিবর্তনের নানা স্তর পেরিয়ে ভারতবর্ষে নব নব রূপে সেই আর্যভাষা বেঁচে আছে । ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের কাল থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব করলে ভারতবর্ষে আর্য ভাষার বিস্তৃতি কাল হল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ।আর্য ভাষার এই সাড়ে তিন হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসকে পরিবর্তনের লক্ষণীয় পদক্ষেপ অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয় :

1 প্রাচীন ভারতীয় আর্য(Old- Indo -Aryan)

(আনুমামিক ১৫০০ খ্রী: পূ: থেকে ৬০০ খ্রী: পূ:পর্যন্ত)

2 মধ্য ভারতীয় আর্য(Middle- Indo -Aryan)

(আনুমামিক ৬০০ খ্রী: পূ: থেকে ৯০০ খ্রী: পর্যন্ত)

3 নব্য ভারতীয় আর্য(New -Indo- Aryan)

(আনুমামিক ৬০০ খ্রী: থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)

মূলত একই ভারতীয় আর্য ভাষা বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়ে এতখানি পৃথক রূপ লাভ করেছে যে, প্রত্যেক যুগে তাকে পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে।প্রত্যেক যুগের ভাষাগত নিদর্শন আমরা পাই ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য রচনায় বা প্রস্তরলিপিতে। ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন যুগের কালগত সীমা, যুগগত নাম ও নিদর্শন আমরা এই ভাবে উপস্থাপিত করতে পারি:-

১. ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা,(Old -Indo-Aryan)

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বলতে বৈদিক সংস্কৃত এবং ধ্রুপদী বা লৌকিক সংস্কৃত উভয় ভাষাকেই বোঝায়। এই ভাষার আনুমানিক বিস্তৃতি কাল ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ।প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ ছিল সাহিত্যিকও কথ্য ।ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন ঋগ্বেদই ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন। এই ভাষার নাম বৈদিক ভাষা বা ছান্দস ভাষা। এটাই ছিল ভারতবর্ষের আর্যদের শ্লিষ্টভাষা ।আর্যরা ভারতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস কালে বেদ রচনা করেছিল বলে বৈদিক ভাষায় উদিচ্যা উপভাষার প্রভাব বিদ্যমান।উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কথ্য ভাষাই এই সাহিত্যের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ।দীর্ঘ কালানুক্রমিক ব্যবধানে বৈদিক ভাষারও দুটি স্তরে বিবর্তন চিহ্নিত করা যায় -প্রাচীন বৈদিক এবং অর্বাচীন বৈদিক। অর্বাচীন বৈদিক ভাষা প্রাচীনবৈদিক ভাষা থেকে বিবর্তিত হলেও অন্য অঞ্চলের ভাষা উপভাষা দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিল ।পক্ষান্তরে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাণিনির জন্ম হলেও তিনি পাটলিপুত্রের অধিবাসী হওয়ায় তাঁর সংস্কার কর্মের দ্বারা জাত সংস্কৃত ভাষায় মধ্যদেশীয় উপভাষার প্রতিফলন ছিল অধিকতর ।মধ্য দেশীয় ভাষার আধারে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত স্থানগত এবং কাল গত বিচারে বৈদিক ভাষা থেকে অনেক দূরবর্তী ।প্রাচীন বৈদিক ভাষার সঙ্গে অর্বাচীন বৈদিক ভাষার এবং সংস্কৃত ভাষার পার্থক্য থেকে নিশ্চিতরূপে অনুমান করা যায় যে সেই প্রাচীন যুগে ভারতীয় আর্যভাষার অন্তত তিনটি আঞ্চলিক উপভাষার প্রচলন ছিল-

1.উদিচ্যা ,2.মধ্য দেশীয় এবং 3. প্রাচ্যা।

1 উদিচ্যা :-

ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল যেখানে বৈদিক ভাষার পত্তন, সেখানকার লোকভাষাকেই উদিচ্যা বলা হয় ।প্রাচীন উদিচ্যা সাহিত্যিক রূপের সন্ধান পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে ঋগ্বেদে ।অর্বাচীন উদিচ্যা সাহিত্যিক রূপ রক্ষিত হয়েছে নবীনতর বৈদিক সাহিত্যে অর্থাৎ উপনিষদে।উদিচ্যার যে পৃথক ভাষারূপ সেকালেই বর্তমান ছিল, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় কৌষীতকি ব্রাহ্মণে। সেখানে উদিচ্যার ভাষাকে প্রজ্ঞাততর বলে অভিহিত করা হয়েছে।উদিচ্যার কথ্যভাষার অর্থাৎ সিন্ধু অঞ্চলে বসবাসকারী আর্যদের কথ্য ভাষার সঙ্গে অনার্য ভাষার মিশ্রণ

ঘটেনি বলেই সম্ভবত এরূপ স্তুতি। এই স্তুতির দ্বারা বোঝা যায় যে এই ব্রাহ্মণের সময়েই আরোও একটি আর্য ভাষা প্রচলিত ছিল, যা তুলনামূলক কম প্রজ্ঞাত। মধ্যাঞ্চলের গাঙ্গেয় উপত্যকার কথ্য ভাষাই যে সেই ভাষা ভাষাতত্ত্ববিদেরা এইরূপ করে থাকেন।

2. মধ্য দেশীয়া :-

বেদোত্তর যুগে আর্য অগ্রগতির পরিধি ক্রমশ প্রসারিত হয়। তারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ক্রমশ মধ্যদেশীয় পূর্বাঞ্চলের ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। মধ্যাঞ্চলের গাঙ্গেয় উপত্যাকার অনুকূল পরিবেশ তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম আবেদনকর হওয়ায়, গঙ্গা যমুনা বিধৌত মধ্য দেশেই(থানেশ্বর, দিল্লি, মিরাট, বেরেলী প্রতিটি অঞ্চলে) তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে । স্থানগত ও কালগত প্রভাবে এখানকার ভাষা উত্তরাঞ্চলের ভাষা থেকে অনেকটা পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। এখানকার অর্থাৎ মধ্যে দেশীয় কথ্য ভাষার সংস্কারসাধন করেই সম্ভবত সৃষ্ট শাকিব খান পানু হয়েছিল সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতের। পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ী মহাগ্রন্থে-যথা উদিচ্যাম্, যথা প্রাচ্যাম্ প্রভৃতি বলে একটু স্থানীয় উপভাষার উল্লেখ করেছেন। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি যে ভাষায় ব্যাকরণ লিখেছেন সেটা উদিচ্যাও নয়, প্রাচ্যাও নয়, তদাতিরিক্ত অপর কোন ভাষা। অতএব নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে,এই ভাষা মধ্যদেশিয়া। উপনিষদ আলোচনার কেন্দ্র ভূমি ছিল এই মধ্যদেশ। এই কারণে মধ্যদেশিয়া সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে উপনিষদের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

3.প্রাচ্যা:-

পূর্বাঞ্চলের কোশল(অযোধ্যা), কাশী, বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ(দক্ষিণ বিহার), অঙ্গ (পূর্ব বিহার) এবং বঙ্গের কথ্য ভাষা প্রাচ্যা। এর কোন সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায় না ।পূর্বাঞ্চল অনার্য অধ্যুষিত ছিল। এখানকার লোকেরা অসুরী ভাষায় কথা বলতো।প্রাচ্যের ভাষা অপর ভাষাভাষীদের কাছে অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হতো ।তবে এই বিকৃত প্রাচ্যা ভাষার প্রভাব পরবর্তী অনেক সাহিত্যে এমনকি সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যেও পড়েছিল।

ভাষার নিজস্ব ধর্মে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কথ্য রূপটি যখন পরিবর্তিত হতে লাগল,কথ্য রূপটির যখন পূর্বেকার শিষ্টতা আর বজায় রইল না, তখন সমকালীন সমাজ নেতারা এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারলেন না। বেদের ভাষাকে তারা দেবভাষা বলে

মনে করতেন। তাই এই ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যাপারে তারা সতর্ক হলেন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে পাণিনি ভাষার এই বিকৃতি রোধ করার জন্য রচনা করলেন তাঁর সুবিখ্যাত ব্যায়াকরণ অষ্টাধ্যায়ী ।ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে আর্য ভাষার আদর্শ রূপটিকে বেঁধে দিতে তিনি সচেষ্ট হলেন । তাঁর সংস্কার কর্মের মধ্য দিয়ে যে ভাষার জন্ম হলো তারই নাম হলো সংস্কৃত অর্থাৎ যাকে সংস্কার করা হয়েছে। এরই আরেক নাম লৌকিক সংস্কৃত। পাণিনি ছিলেন উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু বিদগ্ধ আর্যদের অধিকাংশই তখন মধ্যদেশে বাস করতেন।এই কারণে পাণিনি মধ্য দেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের রূপকে গ্রহণ করে, তার সঙ্গে উদিচ্যের কিছু উপাদান সংমিশ্রণ করে সংস্কৃতের রূপ নির্মাণ করেন এবং ব্যাকরণের নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেন ।পাণিনির সংস্কার কর্মের দ্বারা প্রস্তুত পরিমার্জিত ও পরিশীলিত সংস্কৃত ভাষাই শিষ্ট ভাষা হিসাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণের সঙ্গে এই ভাষার কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।ফলে তার মধ্যে কথ্যভাষার জীবন ধর্ম অর্থাৎ বহমানতা হারিয়ে গেল।জীবন্ত ভাষার মতো তার কোন বিবর্তন হয়নি'।

তবে পাণিনি কর্তৃক সংস্কার কর্মের দ্বারা জাত লৌকিক সংস্কৃতের বিস্তৃতি কাল পাণিনির পর থেকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত।এই ভাষাতেই গড়ে উঠেছিল অসাধারণ সাহিত্য সম্পদ।অশ্বঘোষ থেকে আরম্ভ করে ভাস,কালিদাস,ভবভূতি, ভারবি, মাঘ,শূদ্রক,শ্রীহর্ষ,বাণভট্ট প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারগণ এই ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করেন। সাহিত্য ছাড়াও অনেক শাস্ত্রাবলী রচিত হয়েছিল এই ভাষায়।